Title of Mss. Sanichari.
Language: As.
No. of Folios : 15
Materials : PP
Conservation : Preventive/Curative
Performed by KKHL, MCC: GU
National Mission for manuscripts,
New Delhi,
Date 29.10.06

— শনি চৰিত —

সাঁচি/ ২৮.৫ × ১১.৫ চেণ্টিমি / সম্পূৰ্ণ

১৫ পাত ১৫ পাত | [illegible] লিপি

শ্রী শ্রী গোবিন্দায় নমঃ = পদ = বৈশম্পায়ন বদতি শুনিও জন্মেজয় । যুধিষ্ঠির রাজার মিলিলা
মহোদয় ॥ ^সর্বান্ধবে কৃষ্ণে জয় ভৈলন্ত অথিতী । আনন্দ হৈলেক সেই দিবসে সম্প্রতি ॥
মহা কৌতুহলে যুধিষ্ঠির নৃপবর । কৃষ্ণও রহিবে সাথি দিলা বাসা ঘর ॥ কৃষ্ণের অষ্টম
(২) কন্যা সঙ্গে একান্ত । ভিন্নে ভিন্নে বাসা সাজি দিলা আনন্দেতে ॥ সবাকে পুজন্ত দেবি দ্রোপদি
প্রধান । এক নামে হৈলা দেবি সহস্র সমান ॥ যুধিষ্ঠির রাজা আনন্দের সিমা নাই । সেহি —
বেলা কৃষ্ণ পত্নি গন এক ঠাই ॥ বেরি বেরি হাস্য করে ~~[illegible]~~ দ্রোপদী সহ হাতি । হা সখি
তুমি সবে বরে স্নেহে আতি ॥ কেনো কালি সাবতিয়া ধরিলেক গলে । যত্ন করি আসনে
বসাইলা কৌতুহলে ॥ প্রথমতে রুক্মীনি দিলন্ত সাম্বিধান । তোমার দুখক দেখি নমহে -

পরান ॥ কোন কালে যত দুখ পাডি আছো সখি । উনজুগ নাহি ভরে সর্ব্ব পথে দেখি ॥
দুখত কুরূপ হোবে যত নর নারি । সবাতে অধিক তুমি দ্রুপদ ঝিয়ারি ॥ দ্রোপদি কোমন্ত
মোর রূপে ভৈলা কাল । রূপর নিমিত্তে দেখ কি গতি হইল ॥ রূপ বিনে নারিক কো-
(২) লোকে দুষ্ট নরে । নুত্তিনিছ্যা মোক জি করিলা খচা সুরে ॥ ভিমর নিমিত্তে ময় নসারিলো প্রাণ ।
আরো দুখ পাইলো যত কৌরবর স্থানে ॥ জতুঘরত কিনি ভিমে আমাক আনিলা । পাপিষ্ঠ
সবাক বান্ধি রাজা আগে দিলা ॥ এরন্তে নপারি বন বাস দুখ যত । দুখর উপরি দুখ
ইলব বনত ॥ কান্দিলা দ্রোপদি সতি দুখ স্মরি মতে । লক্ষ্য কান্দন্ত যত কৃষ্ণ পাত্নিগনে ॥
সত্যভমা সুন্দরি মাতিল হেন দেখি । প্রিয় অকারণে দুখ কর প্রান সখি ॥ প্রান সম

পাণ্ডু স্বামী আছে তবা আছে [illegible] তোমাৰ ভাগ্যক সাখি কি কহিবে আনে ॥ আমি চাও কৰিতে —
লোকাৰো পুত্ৰশক । এক [illegible] সঙ্গে লোকাৰো লো বৰ্দ্ধিবাক ॥ সত্যভমা বোলন্ত লোকাৰো আমি তাক ।
কোনে পাৰে পুত্ৰশক চাও কৰিবাক ॥ তুমি পুনু আখিল কৰিলা পাণ্ডুস্বামী । একেকে তোমাক
(৩) সবে প্ৰসাং লোহো আমি ॥ আমি তাক লোকাৰো বোলোহো সত্যবাক । কোনে পাৰে
দ্ৰাসিৰ কৰ্মা লিখিবাক ॥ বৈসান পায়ন বদন্তি শুনিও জন্মিজয় । ৰাজা যুধিষ্ঠিৰ বিৰ ভিম —
ধনঞ্জয় ॥ নকুল সহদেৱ ধৰ্ম্মপুত্ৰ গণ যত । মনদনে কৃষ্ণৰ মন্দিৰে উপগত ॥ ৰাজা সবে
আসনে বহিছে ভিন্ন ভিন্নে । কৃষ্ণে উঠি হৃষ্টচিত্তে নমিলে চৰণ ॥ আশ্বাসিয়া কণ্ঠত [illegible] ধৰিলন্ত
গলে । তিয়ান্ত দুই নয়নৰ প্ৰেমজলে ॥ আনন্দত মগ্ন যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে । নিজ আসনত

প্রভু বন্দিনন্তে যাই ॥ আর যত রাজা সব বসিআছে মানে । বেরি বেরি হাস্য করে আনন্দিত
মনে ॥ এহি মতে বসিআছে রাজা নিরন্তরে । যুধিষ্ঠিরের কুশল মাতিলা ফিরে ফিরে ॥ ইতো
দুখ নিকট দেখিলা যত যত । নকুল সহদেবর দুখ সহি কোহো কত ॥ দ্রোপদির দুখক সুমরি মনে
(৪) সহি । গবিন্দেন্তে চন্ডুর গোষ্ঠক বন্দি যাই ॥ তরু পদে রাখিলাহা প্রান আছে আতি । সাগরত
ডাসি যাস্তে পাইলো মহাজাতি ॥ বিদুর খুরাই মোর ভিষ্ম পিতামহ । যদি রাখে পার প্রভু
যাত্ন করি কহ ॥ সেরাকার পরম পুরুষ জগন্নাথ । সরন পশিলো প্রভু নরা অনাথ ॥
তোমার চরনে সেবা ইতিলি সংসার । তুমি মাত্র ইশ্বর পুরুষ অবতার ॥ গোলোকো —
তোমার সপ্ত দিপক সংপ্রতি । সপ্তভুমি গোলোকো গোলোকো অপ্রাবতী ॥ ব্রহ্মা গোক

গোখোজো গোখোজো ঋষি গন। গোখোজো তোমার নিজ বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ দেবের দুর্ল্লভ
পরতনু আর না পায়া। তব পদ সেবা বিনে মুকুতি নাপায়া ॥ তোমার চরণে চায় দুর্গতি —
দুর হোক। তোমার অস্থির প্রভু স্থির দিয়া হোক — ॥ আর মাগো তব পদে সপ্রেম ভকতি। —
কহে কৃষ্ণ পদ সেবি রাম সরস্বতী ॥ ——※—— ॥ পদ – কৃষ্ণ নিন্দতি সুনা যুধিষ্ঠির রাই।
(৫) তোমার সমান মিত্র ত্রিভুবনে নাই ॥ রাত্রি নিদ্রা নাসে মোর তোমার কারন। কোনমো
দুঃখক সোদিনের দুর্ভুখন ॥ যাতে তুমি দায়া মিলা কৃষ্ণ কৃপা মই। মিলারনে তোখেয়
ও পদ সেবা মাই — ॥ এবে যুধিষ্ঠির রাজা লভিলা ধরণী। কৌরবর ছরে আমি মিলিলা —
বিভিনি ॥ পাণ্ডবক যত যত ভুঞ্জাইলা নিকর। তার ফল লভিবেক দুষ্ট দুরাচার ॥)

কুন্তি যে সময় দুঃখে যে পুছিলা কথা
নিতি জিজ্ঞাসে অর্জ্জুনক আর সুমারি তোমারে — । তাহাক সুমারি মোর মনে জাগে হেথা ।।
নিতি অর্জ্জুনক আর সুমারি তোমাক — । এবে তোক অন্নপ্রাণ জুরিয়া ভিমক ।। নকুল নকুসুমারি
দেখন্ত অন্ধকার । হা হা মহাদেব বুঝি তেজন্ত কোন কারে ।। [illegible] সুমারি [illegible] মোক মারিল
৬। মোকে অন্ধকার দেখি থাকন্ত নিঠুরি ।। ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির দুর্য্যোধন মন । সেই নিত্য সুমরিল
এবিম দুর্জ্জন ।। তোমা বনে কোন মতে [illegible] রাজ্য [illegible] বন বনে ভুঞ্জাই তোক অনেক বিকার ।।
বিষ খুয়াই মোক ভিম পুত্রে পুরি তোক । দুষ্ট ধরিয়া দ্রৌপদিক [illegible] সভাই তোক ।। ইন্দ্রানিক [illegible] যের
উদাই [illegible] বুঝিষ্ঠি [illegible] সবের দুরি [illegible] দৃষ্টি ।। [illegible] তোমার আমার বহু ঘাতি ।
[illegible] আমার তোমার সহ স্মৃতি ।। যুধিষ্ঠির রাজ্যে [illegible] । [illegible]

[illegible]র কেমন [illegible] ॥ ভুশুণ্ডি বাজায় গোপকে গৌরী প্রবি । [illegible]তে দুই স্মৃতি সিনাথ নিতিনি ॥
জগৎ রাহু আছে তার [illegible] মখাদ । হেন জানি তত্ত্ব সব সেনা বলাতন ॥ পূর্বতে আছিল রাবণ
মহা বির । ব্রহ্মার বরেতে তার নিরাজ সরির ॥ সনি প্রবসিতে নারে আসিলে আব[illegible]দ্ধ ।
রাম রূপে রাবণের চেদিলেক বক্ষ ॥ তুমি পুত্র আসি [illegible] নরসুর বির । বিষ্ণুবর দাতা তার
(৭) নিরাজ সরির ॥ জগতে রাহুর তার সিনাথ বিভিনি । সেই কাটিলেক তার সির চক্র হানি ॥
একেশতে জানিবা সভার দিন মন্দ । ভিমের হাতে তার পরিবেক কন্দ ॥ তুমি আছো ভিমরূপে
মহিমা বিস্তার । যুদ্ধেত জিনিলেক অনেক নিসাচর ॥ অর্জুনের স্থানে আছো মহিমা
বিস্তার । যুদ্ধ করি জিনিলেক কিরাত রূপে হর ॥ পাশুপত অস্ত্র পাইলেক ভয়ঙ্কর ।
যাকে দেখি দেবাসুর নরে ডরে ॥ যুদ্ধেত আসিলি শুন দেবের ভুবনে । ইন্দ্রে সিখাইলেক

অস্ত্র আগ্নিলোক মাঝে ॥ দেবতাগনর অধ্যে দৈত্যক রাখিলা । মন্ত্রে বন্দি সারিয়া জিনিয়ারে কৌরব রাখিলা ॥
সম্প্রতিক শুনি আছো বিরাতের ঘর । কৌরবক বান্ধিয়া করন্ত একাকার ॥ কুরু বিরি সবক জিনি-
লা ধনঞ্জয় । সবিরের শ্রেক নিলেক লক্ষিতাই ॥ হেন বিরি থাকন্তে তোমার কাক ভয় । অবশেষ
লেভিকা রাজ্য বুলিলো নিশ্চয় ॥ আর এক কথা কহো শুনা মহাবল । দ্রৌপদিক প্রকাশেতে
(৮) তোমার কুন্তল ॥ জগতজননী সম নারি ত্রিভুবনে নাই । দ্রৌপদিক আপদে রাখিছে ঠাই ঠাই ॥
পতিব্রতা নারি জার থাকয় মান্দিরে । সহস্র আপদে তার কি করিতে পারে ॥ বিশেষত দ্রৌপদি
আছিল মহামায়া । জগত জননি দেবি সবের থায়া ॥ বিশ্বামিত্রে পুজিলেক দেবতা সবক । সঙ্গীতে
উপজাই দেবতা চৌষট্টিক ॥ কাড়ি আন পায়া কাছে বিষ্ণু দেব নন্দ । মহা অসন্তোষ মনে
করিলা ক্রন্দন ॥ মনে আলচিয়া বোলে উপচিকি বৈত । দেবতা সবে আছে অনেক বিরত ॥

আরে দুর্গা দেবি বিনে নেদেখো উপায় । আমি কোন জনে হব আমাতে সহায় ॥ এই বুলি
দেবগণ ঘরে চলি গেলা । উগ্রতপ আচরিয়ে সমস্তে থাকিলা ॥ তিনি দিন অন্তরে এক -
জল পান করে । বাকি দিন বায়ু ভক্ষি উগ্রতপ করে ॥ এহিমতে স্তুতি যে করন্ত একচিত্তে ।
(৯) দ্বাদশ বছরে দেবি উপনন্ত বিদিতে ॥ ভুবন মোহন রূপে বোলে মোয়া বর । কহিলন্ত বিষ্ণু
দেবে আপনি গোচর ॥ জয়ন্ত কারি গন্ত হরি চন্দ্র মহা বলে । বিশ্বামিত্র রাজ্য লৈল দক্ষিনার
ছলে ॥ দক্ষিনার ছলে নিয়া বিকিলে রাজাক । এহি দেখি কষ্ট আমি সবে দিলো তাক ॥
মুনি বিশ্বামিত্র পাছে সাপিলেক খলে । জন্ম লভিউক তোরা মনুষ্যর স্থলে ॥ এহি দেখি
আমি জিজ্ঞাসিলো চিরকাল । মনুষ্যের গর্ভে জন্মিবাক লাগে ভাষ ॥ এহি জানি আপনি

মনুষ্য হোইতা যাই । আমি পাছে অয় জন্মিলে তথু যাই ॥ হেন শুনি মহা মায়া বুলিলা বচন ।
মোর মম সংসারত নাহি দেখি আন ॥ তথাপি তোমার অর্থে মানুষ্য হবো আমি ॥ সদা বিম
পাবন্ত হৈবেক পাঞ্চ স্বামী ॥ হৈলো মই দ্রোপদি জন্মিবো মোত শেষ । এহি বুলি অন্তর্দ্ধান –
(৩৩) হৈল মহা মায়া ॥ ইতিহাস পুরনর কথা অনুসারি । জানিবা দ্রোপদি সতি পার্বতি গোসানি ॥
দ্রোপদির পাঞ্চ পুত্র বিশ্ব দেবগন । অকারনে মহা রাজা দুখ করা কেন ॥ হেন জানি –
কৃষ্ণর চরনে করা সার । বোলা রাম রাম হৌক পুরুষ উদ্ধার ॥ — ✻ — পদ – যুধিষ্ঠির
বদতি শুনিয়ো দামুদর । পতিব্রতা নারির প্রসংসা কোন বর ॥ পতিব্রতা নারি কোন
নারি পিছে স্বামী । ইহার মোক কৈয়ো প্রভু শুনি থাকো আমি ॥ মাধব বদতি দায়ো শুনিয়ো

হরিসি । বৃদ্ধ সেন নামে রাজা অশ্বপতির খ্যাতি ॥ বৃদ্ধ সেন রাজার কন্যা এক হৈল । জৈষ্ঠেতে
সুন্দরি অতি যত্নত্র শোভিলা ॥ বশিষ্ঠের ভার্য্যা যেন দেখি অরুন্ধতি । প্রভাত কালের যেন
সূর্য্যের জ্যোতি ॥ নয়ন যেমন পদ্ম দেখিতে সুন্দর । মালতির গন্ধে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ পিঠি
(১১) জানে দোলা করে সুবলিত কেশ । সদায় হর্ষিত মুখ মনোহর বেশ ॥ এমতে রূপ ধরি কন্যা
জনম ধরিলা । [illegible] সাবিত্রি সুন্দরি সতী বাপে নাম দিলা ॥ এহি মতে
কন্যা বারে দিনে দিনে । বৃদ্ধ সেন বড় বিচারিলা মনে মনে ॥ উপযুক্ত নাহি বর
সাবিত্রির সাথি । নাপাবো সদৃশ বর বিচারিয়া আতি ॥ নিশ্চিন্তে নাহিন [illegible] অন্য মতি
আমি । তোমার মন মত তুমি নাপাবো [illegible] স্বামী ॥ নিজেরনে তুমি [illegible] মনে মতে -

যোগ্যা । আপুনে ইচ্ছাই আনা বড় বিচারিয়া ॥ তুমি যাক ভাল পোৱা বিহা দিবো আনি ।
সাবিত্রি চলিলা বাপের আজ্ঞা মানি ॥ রাজা ঋষি গণর কুমার মধ্যে [illegible] বড় বিচারিয়া
ফুরিলেক স্থানে স্থানে ॥ অন্ধক রাজার পুত্র নামে সত্য বন্ত । তাঙ্কি বড় বিচারিয়া বরিলা
মনত ॥ মনে বড় বরিয়া বাপেক আগে কৈলা । শুনি বৃদ্ধমেনে দোপে পুছি বাক কৈলা ॥
(২) বিদ্ধ মেনে পুছিলা কহিও সারে সার । বড় বিচারিয়া পালা সত্য বন্ত নাম যার ॥ অন্ধক
রাজার পুত্রে তার রাজ্য নাই । মোর সম বন বাসী তার ভায় নাই ॥ বাপেক অন্ধক দুখি-
নাহি কিছু আর । তাত বিহা দিলে আই দুখ পাইবি বর ॥ আন বড় বিচারি[illegible] চাহিও
মনে গুণি । বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরিয়া সাবিত্রি হেন শুনি ॥ প্রথমে যাহাক স্বামী বুলিছো-

নিশ্চয় । অন্য বড় [illegible] বিচারিলে বৈশ্যা হবে ময় ॥ সেহি বোল আসিলা নারদ মহা
ঋষি । দেখি বৃদ্ধ সেনে কথা পুছিলা হরষি ॥ বৃদ্ধ সেনে বোলে কথা বিনয় বহুত ।
সত্যবন্ত নামে ত্রিলোকে অদ্ভুত ॥ তাক বড় করি আছে আমার দুহিত । কোন ক্ষণে সুখ
(২০) দুখ আয়ুঃ দোষ তত্ত্ব ॥ আপনি জানাহা প্রভু ভূত ভবিষ্যত । নারদে বোলন্ত শুন দুহিতা -
পণ্ডিত ॥ পুরুষর সরিত লক্ষণ বহুত । ভাল মন্দ বিধাতাক্ষে লেখিছে সমস্ত ॥ অন্যকের পুত্র
কিন্তু আকার বহুগুণ । ইহা জানি তোমার দুহিতা করে মন ॥ জ্ঞানবন্ত [illegible] বন্ত ক্ষেমা বন্ত
আছি । ধর্মবন্ত দানবন্ত প্রকাশিলে খ্যাতি ॥ এখন মান দোষ আছে অন্য একো নাই ।

সাবিত্রিক বিহা দিয়া কোন দোস নাই ।। শুনি বৃদ্ধ জেমে বোলে কহিয়া প্রনতি । কোন খানি
অল্প দোস কহিত সংপ্রতি ।। শুনিয়া নারদে বোলে কি কহিব আর । বচরেক মাত্র রাজা
পরম আয়ু তার ।। আজি হইতে সতেক অন্তরে সত্য জানি । কেতি বিহা দিয়া রাজা দোসক
নামানি ।। বৃদ্ধ জেনে বোলে অল্প দোস কেন মত । কেতি বিহা দিবে মাড়িবেক বচরত ।।
(২৪) যি কথা কহিলা ঋষি সবে অসম্মত । বিষ্ণু বিষ্ণু কেতি বিহা নিষেধ করাইতে ।। [illegible] বোলে
জাই ঋষি [illegible] আন । [illegible] সত্য বস্তু যেমন লক্ষণ ।। পুর্বে স্বামী মাগি করি [illegible] অভিলাস ।
বচরেক [illegible] সবার ।। [illegible] বিনা [illegible] স্বামী নাহি আর । ই কথা [illegible]
মনে [illegible] ।। [illegible] বিনে [illegible] আন । অন্তরে করাহ [illegible] তুমি কন্যা দান ।।

রাজাকে জানিয়া হেন ঋষির বচন। মনে মনে তোষা মনে করিলা ক্রন্দনে ॥ পুর্ব্ব হস্তে যায় কন্যা
সেই পাত্র আছে। আর কত বুঝাবো কি বুদ্ধি দিবো তাক ॥ পাছে বৃদ্ধ দেশে সত্যবানক আনাই।
সাবিত্রিক বিয়া দিলা রাজা বিধি চাই ॥ সাবিত্রিও চলি গেলা স্বামীর সঙ্গে। স্বামী সেবা
(১৫) করিলন্ত স্নেহর সেবত ॥ তিলেক নাহ্যারে সতি স্বামীর সংহতি। স্বামীর সহিতে সতি ফুরে দিনে
রাতি ॥ শয়নে ভোজনে স্নানে সাবিত্রি সেবন্ত। কেতিক্ষনে যমে ধরে চাহিয়া ফুরন্ত ॥ বছর-
ভরিবে লাগি তিনি দিন আছে। নিরাহার ব্রত কন্যা আরম্ভিলা পাছে ॥ বছর হইল পুর্ন্ন আসি
যি বেলাত। বুঝিল নজানে আজি পুত্র মরিবন্ত ॥ অন্ধকে বোলন্ত বাছা চলিও বনক। জয়ে করি-
বাক লাগি আন কাষ্ট এক ॥ একেতি পুত্র বাপু তুই জিব প্রান। তোমার দেহর অর্থে কারো —

উত্তর দান ॥ পিতৃ আজ্ঞা পাই পুত্রে আনন্দিত করি। বনে চলিলন্ত হাতে কুঠার ধরি ॥ —
সাবিত্রি চলিলা সঙ্গে ঈশ্বর সুমতি। সঙ্গে চলিলা জেনে জনক দিয়াতি ॥ দেখি সত্য বন্তে —
তাই বুলিলা বুজাই। সম্প্রতি বনক তুমি যাইবে [illegible] ॥ সত্যবন্ত [illegible] আকিল [illegible]
(১৬) [illegible] আতো হাক। বনেক [illegible] তুমি [illegible] কান্দিবাক ॥ [illegible] কাম্পি [illegible] প্রাপ্তি ।
[illegible] সাবিত্রির সাবিত্রি [illegible] সতি ॥ [illegible] কুশল [illegible] আছে [illegible] । বিদায় [illegible] তেসর
[illegible] দিল ॥ [illegible] এক [illegible] স্বামীর সঙ্গে। [illegible] হেন [illegible] সবাতে ॥ [illegible]
কৃষ্ণ মন্ত্র স্বামীর সঙ্গে। বিদায় দিয়া সই ধরো চরণে ॥ এহি বুলি সাবিত্রি স্বামীর সঙ্গে গেলা ।
সতী গেলা সত্য বন্ত বনত পাইলা ॥ [illegible] পাসি সত্যবন্ত রাজার সুত। সুখান কাষ্টক চাই কাটিলা

কহতে ।। সেহি বেলা ভীম আসি উভা উপনিত । মাথার বাড়িলা বিষ হইল বেতত ।। ঘুমাইলেক –
[illegible]বিশ্রির উরে মাথা দিয়া । [illegible] জানিয়া কাল নিদ্রিত [illegible]করিয়া ।। [illegible] দুত দুই
ভয় করিয়া । নিরত [illegible] আনে পাশুপতি [illegible] ।। [illegible] ধরা ভারি । [illegible]
(২৭) [illegible] তার দেখি হাতে [illegible] । [illegible] আছে [illegible] । [illegible] করে ধুমা ছুরি ।।
হাস্তি সম দেখি তার কর্ণ দুই খান । চক্ষু দুই দেখি জেন পিঙ্গল বরন ।। [illegible] বেশি কুটি
দেখিতে কুৎসিত । [illegible] করি আছে দাস্তরু তোমাই ।। দেখে [illegible] আমি সাবিত্রি যে সতি । মহা
আনন্দেতে আছে স্বামীর সংহতি ।। নিরখি দেখিলা দুতে অন্য কেহ আছে । দেখিতে না পায় –
কেহ মাত্র সতি কাছে ।। তপ্ত [illegible] করি লৈয়া হাতে ধরিলা । নরাইতে নাপারি দুই উঠি পর দিলা ।।

দুক্ষে দৌহা

। [illegible] যমতে কহিলা সত্যবান । আমি দুই ভয়ে তাক লোড়াবারে আনিবারে ।। তুমি তাক লোড়াইলা
সাবিত্রির আগে । এবে প্রভু করিত আপনি যেন লোগে ।। রাজার আগেত লোলো চাম চোরি ।
দূর হৈয়া বসিলেক হাতবঁ যোড়াহি ।। দেখি যমরাজা যাক চাহে মনে ভাবি । সবে পাছু খেল -
(১৮) সাবিত্রির নাম শুনি ।। মোক দেখি পাতক [illegible] মাথা চেরাই । আপন আরত আসনে মুন্দ লুকুয়াই ।।
[illegible] হরির নামের দেখ মহিমা বিস্তার । যাক শুনি [illegible] যমের ।। [illegible] লাগ্রিলা [illegible] -
মনে বাছি । যাত শুনি দেখি [illegible] আছে ।। [illegible] শুনি মেলা যমরাজা আছে ।
লোকে [illegible] সাবিত্রি কহি আছে ।। পতিব্রত [illegible] নিরাহার ব্রত । আজ -
মাধবর নাম লয়ে সুখত ।। [illegible] মনত [illegible] । পতিব্রতা [illegible] দুইবার লাগে

ভয় ॥ এহি বুলি যম রাজা পুনরপি সম্ভাষয় । সাবিত্রীক দেখা পাই স্বামী দিলে মই ॥ —
তেবে মোক সাবিত্রীক স্বামীর বিচ্ছেদে । ইহা জানি সাবিত্রীক দিয়া আছোঁ ॥ এহি বুলি
যম রাজা দিলা পরিপূর্ণ । চিনিল সাবিত্রী দেবী যম রাজা সার্থ ॥ তোমার স্বামীর আয়ু: ভৈলা
(২৩) সমাপতি । নিবার আছিলো মম ভবনক স্থিতি ॥ সাবিত্রীর জনা কৰ্ম মৃত্যু কৰ্ম অনুসারে । তেবে —
জানিয়া কিছু দোষ দেখিবা আমারে ॥ তেন শুনি সাবিত্রী কৌতুক বোলে রাই । তোমা সব মনুষ্যর
শুভ শুভ কাজ ॥ পুৰ্ব্বর জিজ্ঞাসিয়া জানি আছো আমি । তথু অবিচার নুহিবেক মোর স্বামী
যমে বোলে পতিব্রতা তুমা কহো সার । মহা পাপ করে যানে অধিক আমার ॥ আমার অধিক
নহে আমি ভক্ত লোক । তাহার চঞ্চল কথা কত শুনিতেছ ॥ মুখত যাহার যাবির মাধ সার । জানিবাহ

বিষ্ণু দুত তার অধিকার ॥ [redacted] রামর নাম নাহি তব মুখত স্বামীর। এতেকে তোমার স্বামী —
আমার অধিকার ॥ সাবিত্রি বোলন্ত যদি হও পতিব্রতা। নিয়া মোর স্বামীক নকরো কিছু চিন্তা ॥
যেহি পথে নিবা সেহি পথ বড় চাই। সেই বড় দেখ যদি স্বামি বোলো মই ॥ ইহা বুলি দিলো তুমি
(২০) যম রাজ্য কৈলা। এহি বুলি যমরাজা মায়া আরম্ভিলা ॥ মায়া করি সত্যবন্তর গর্ভত পাশিলা।
যাতনা দেহর ধিব বাহির করিলা ॥ দুখর উপরি দুখ [redacted] হইল সাতির। সন্নময় জরি রে
বান্ধিলা কলেবর ॥ দক্ষিন দিশক লাগি সেই বান্ধি ধরি। স সেয়া পাছে চলে সতি বড় নারি ॥
পতিব্রতা লোচা আরু নিরাহার ব্রত। আরু মাধবর নাম নচারে মুখত ॥ সেহি সব দুখ লাগে যমর সাক্ষাত।
চলিতে নপারে যম লাজ্র নাহিতত ॥ আজি মই চলিতে নচলে ভরি হাত। মহন্তর দুখ দিলেক বিলে —
আপনাত ॥ আতি মুক্তি করি যম চলিতে চাহিলা। নচলয় হাত ভরি থিয় হৈয়া ভৈলা ॥ যাইতে

নগরি যম বসিয়া রহিলা । অদ্ধ সুখে যম রাজা শুনি বাক্য কৈলা ।। মহারাজ যম রাজা যগতে
বিদিত । এতেক [illegible] দুতক নগরের মধ্যে ইরিলৈ আইলো । পৃথিবিকে
আসিয়া লৈয়া যম লুকাইলো ।। [illegible] করি [illegible] । দুতসকল [illegible] সবে ধাইলে
সেক লাড়ে ।। [illegible] সঙ্গে লৈয়া যাও । দুতগণ [redacted] ধরি এত দুখ পাইতে ।। [illegible] কুমারে
(২২) পিঠি ভাগে লৈলা । আতি দুঃখ করি যম চলিতে লাগিলা ।। [illegible] হাতে ভরি [illegible] ।
ডাহিবাক নগারি রৈলা ধর মর করি ।। কৈলে যাইবো কি করিবো নাহি পাই উপাই । এন অন্তরে যমরাজা
দশ দিকে চাহে ।। কিছু ক্ষণ [illegible] ফিরে চাহিলা । বিধাতার [illegible] পাইলা ।।
দৃষ্টি করি যম রাজা পাছে চাহিলা [redacted] । দেখি আছে সতি নারি দরিশন ভেলা ।। [illegible] যমরাজা

বুঝিলা বচন । নাসিকা নাসিবা তুমি যমের ভুবন ॥ প্রেত কাজ করা গিয়া তোমার ভুবনে ।
জাতি কুল তেজি বাক আছা কি কারনে ॥ সাবিত্রি বোলন্ত জাতি কুল হিন জনে । স্বামীর সঙ্গতে
আছে নাহি অন্য স্থান ॥ স্বামী হরি হর ব্রহ্মা তিন্তি আছো সার । নিছিরিবো স্বামী সঙ্গে যাবো
(২২) যত দুর ॥ যমে বুলিলেক সতি লোয়া এক বর । ভাল এক বর লৈয়া মন স্থির কর ॥ স্বামী —
জিয়াবর মাত্র নমাগিবা বর । অন্য বর লৈয়া তুমি ফিরি যোক্তা ঘর ॥ সাবিত্রি বোলন্ত মোক —
সত্যে দিবা বর । মহা দুখি জন্ম হৈতে সশুর আমার ॥ অন্ধক পতিকে রাজ্য লৈলা নিরন্তর ।
পুনঃ চক্ষু হৌক বুলি দিয়া এহি বর ॥ অনা যুদ্ধে রাজ্য খানি দিয়া সমুদায় । হৌক বুলি চলি যাছে
লৈলা যমরায় ॥ স্বামী অবিহনে দুখ মনত সুমরি । পাছে পাছে চলিলা সাবিত্রি বড় নারি ॥

হেন মতে যমের নয়নে ভরি হাত। দুপাই বান্দিলেক যম মায়ে পাইতে ॥ পাছে চাহি দেখে পুর্ব্ব-
কথা মনে পারি। দেখন্ত সাবিত্রি আছে বড় বেশ ধরি॥ সম্বুধিয়া যমরাজা বুলিলা বচন। [illegible] -
[illegible] কি কারনে মোরা আইল যমের ভুবন॥ যদি যাইবা আগে
(২০) পিতা মাতৃ প্রতিক্ষনে। জ্ঞাতি গনে মিলাইও শাস্ত্রের বিধানে ॥ অগ্নি জালি স্বামী সঙ্গে মোরা
তুমি সতি। তিবেদে শাস্ত্রের এতো পরম যুগুতি॥ সাবিত্রি বোলন্ত মই সাতি দেখো হই। —
দেখিলো জিয়া স্বামী দের লগে যাই ॥ সি কারনে স্বামী সঙ্গে আইছো ওথাই। ফিরি-
যাইবে আমাক পাঠাস কোন ঠাই॥ যমে বোলো তোমাক এক দিও মই বর। তোমার মনের মত-
ধির এক বড়॥ স্বামীক খিবার মাগ্র নামাগিবা বর। এক বর লেয়া তুমি ফিরি যোরা ঘর॥ —।

সাবিত্রি বোলন্ত মোর অর্পুত্রেক পিতা । সদা দুখ মনে থাকে অপুত্রক চিন্তা ।। মহী মাত্র বেতি থানি
আর নাহি আন । সত পুত্র শোক তান দিয়া এহি দান ।। যমে বোলে এহি শোক ফিরিত্ত আপুনি ।
বর দিয়া গেলা যম রাজা মনে গুনি ।। এহি মতে গেল যম অতি দরা দরি । পুনঃ পাছে পাছে -
(২৪) গেলা সাবিত্রি সুন্দরি ।। যাইতে যাইতে যমে রাখিতে নপারে । ফিরি চাই দেখে সতি আছে থিরে -
থিরে ।। সম্মুখিয়া যম রাজা পুছিলা বচন । কি কারনে আইলা আই যমের ভুবন ।। তব স্বামী
নরক ভুঞ্জিব স্থানে স্থান । ফিরি ওরু আই তুমি আপন ভুবন ।। যথা তথা সুখ ভোগ হইবে
তোমার । জানিবা যিজন মরে আয়ুঃ তুচ্ছে তার ।। সাবিত্রি বোলন্ত ধর্ম্মরাজা মহাবল । নরক -
ভুঞ্জিবো মই স্বামীর বদল ।। তেকে আনি মোর স্বামী নরক ভোগাই । তেকে তেকে চলি যাইবো বুলিলো

নিশ্চই ।। যমে বোলে সতি এক বর দেও তোম । ইহা শুনি সাবিত্রি তুলিল অন্ত কাল ।। সাবিত্রি
বোলন্ত মোক মনে দিবা বর । যম রাজা বোলে সতি মোর বাক্য ধর ।। তুমি মাগ বর জীয়া নাজিবা
পাছুত । নামাগিবা স্বামী জিয়াবর অভিমত ।। সাবিত্রি বোলন্ত তব নাজাইবো সঙ্গে । এক বর
(২৫) দিয়া রাজা তব মন রঙ্গে ।। সাবিত্রি বোলন্ত মোর খ্যাতি পুরি রৌক । মোর মন মত এক শত পুত্র
হৌক ।। এহি শ্লোক বুলি যম রাজা গৈলা চলি । তাতে বসি সাবিত্রি হাসন্ত খল খলী ।। –
কোন মতে নিও স্বামী যাতনা দুর্ঘোর । পতি বিনে কোন মতে পুত্র হব মোর ।। ইহা শুনি যম
রাজা গুনে মনে মনে । ইতো পতিব্রতা মোক ঘটাইলা বচনে ।। এহি মতে যম রাজা বচনত
ভাতি । সত্য বন্ত্রক তেখনে মেলিলে বান্ধ কাতি ।। সাবিত্রিক বোলে স্বামী নিওক তোমার ।

আরু এক বড় দিত্ত ত্রিভুবনে সার ।। পতি ব্রতা নারির যতেক স্বামী লোক । আজি ধরি কোনো
মোর আছিল নরোক ।। এহি বুলি যম রাজা ফিরে ফিরে গেলা । সত্য বন্তে যিব পাই উঠিয়া
বসিলা ।। দেখা দেখা পতিব্রতা কন্যার মহত্ত । যমর লাগিল দেখা বিস্ময় মনত ।। সত্যবন্তে
আগ করি গৃহক চলিলা । অন্ধকার চক্ষু দান এমাণি পাইলা ।। চক্ষু পাই সত্যবন্তুর বিচোরিবে
(২৬) গৈলা । লোকে দেখি বোলে কেন মতে চক্ষু পাইলা ।। সাবিত্রির মহিমা দেখন্তে অদ্ভুত । বৃদ্ধকালে
পুত্র গণ লভিলা বহুত ।। যমর বচন বৃথা নৈযা সম্প্রতি । অনা যুদ্ধে রাজ্য পাইলা অন্ধক
নিরপতি ।। সাবিত্র রাতি দাদা কাহিলো নিদান । পতি ব্রতা মহত্ত শুনিতে কেন চান ।। দ্রোপদি
সমান সতি আর নাহি আর । যাত হন্তে নিস্তরিলা আপদ বিস্তার ।। তথু অর্থে দ্রোপদির
দুখ যত যত । আপুনি সমস্তে জানা কহিবোহো কত ।। সাবিত্রির চরিত্র কথা শুনে নিত নিত ।

যমে বোলে দুত তার নাজানি সহিত ।। যম অধিকার নহে পাপ যাবে দুর । চতুর্ভুজরূপে যাবে —
বৈকুণ্ঠের পুর

(২৭)

শ্ৰীশ্ৰী৺ দৌল গোবিন্দ । শ্ৰীশ্ৰী৺ জয় গোবিন্দ ।:

শ্ৰীকৃষ্ণং সচ্চিদানন্দং গোবিন্দং জগদীশ্বৰং । অভয়ং জগদা মাদিং দৌল গোবিন্দ দেৱকং ॥

ডুখলোৰুৱা সত্ৰ । নগাঁও - আসাম

পাতনি

এই পুঁথি খনি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । শনি গ্ৰহ বক্ৰমুখ-উগ্ৰ দেৱতা । এওঁ বিতুষ্ট হলে মানুহৰ সুখ-শান্তি নেথাকে ; নানা ৰূপ দুঃখ-ক্লেশ ঘটাই থাকে । এতেকে তদ্ উপ-শমৰ জন্যে শনিবাৰে ৰাতি সভা পাতি শক্তি মতে উপিহাৰ - মাহ-চাউল, তিলৰ-মিঠৈ প্ৰভৃতি নৈবিদ্য গোটাই এই পুঁথি পাঠি নাম গাই সেৱা ধৰিব । অৱশ্যে শনি দেৱতা তুষ্ট থাকিব । যদি সভা পাতি সেৱা ধৰিবলৈ অক্ষম হয় বা অসুবিধা হয়, তেন্তে ঘৰত ৰাতি কেৱল পুঁথিকে পাঠ কৰিলেও গ্ৰহে পীড়িব নোৱাৰে । এতদৰ্থে এইলা গ্ৰন্থিৰ শাস্ত্ৰ খনি আগবঢ়াই নিবেদন কৰিলো ইতি—

১ আশোণ / ১৩১২ শক :

প্ৰকাশক
শ্ৰী গদাধৰ দেৱ গো: অধিকাৰ গোস্বামী

শ্রীশ্রী কৃষ্ণায় নমঃ ।। শ্রীশ্রী বিঘ্ন বিনাশায় নমঃ ।। শ্রীশ্রী শনিগ্রহায় নমঃ ।। অথ শ্লোক ।।
নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং । দেবীং সরস্বতী চৈব ততো জয় মুদিরয়েৎ ।।
নমঃ কৃষ্ণায় নীলায় শিখি কণ্ঠ নিভায় চ । নমো নীল ময়ূখায় নীলোৎপল নিভায় চ ।।
নীলাঞ্জন চয় প্রখ্যং রবি সূনুং মহাগ্রহং । ছায়ায়া গর্ভ সম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং ।।
১। ।। অথ বন্দনা ।। জয় জয় প্রনামো হো কৃষ্ণ নারায়নী । দুঃখিতির বন্ধু তুমি পূর্ন
ভগবান ।। গ্রহরূপে নানা দেব ভৈলাহা আপুনি । বিঘ্নী কর্ত্তা বিঘ্নী হর্ত্তা প্রভু
দীন মনি ।। মিনতি করিলো ময় ধরিয়া চরনে । বুদ্ধি জ্ঞান দিয়া মোক চিন্তোত
মনে ।। তুমি গজানন দেব বিঘ্ন বিনাশন । সর্ব্ব কর্ম্মে ফল দাতা প্রভু সন

নমো মাতৃ দাক্ষায়নী দৰিদ্ৰ-জননী । দয়াময়ী কৃপাময়ী শঙ্কৰ গৃহিনী ॥
বন্দো দেৱ দিবাকৰ সম্পদ আকৰ । চৰনত পাৰি ময় কৰিলো কাতৰ ॥ এহ
ভয় বিঘ্ন ভয় নাশক মুৰাৰী । অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড পতি বন্দো শীৰে ধৰি ॥ নমো
মাতৃ সৰস্বতী দেৱী কণ্ঠে স্থিতি । বিদ্যা শক্তি দিয়া মোক কৰিলো মিনতি ॥ শুদ্ধ
2। বুদ্ধি জ্ঞান মোৰ পাশে শক্তি সদা । কীৰ্তিধৰ নৰ ময় প্ৰনতি সৰ্ব্বদা ॥ সবাহাঙ্কে
বন্দো ময় শীৰত তুলিয়া । এহ কথা ৰচিবাক মোক শক্তি দিয়া ॥ কৰ যোৰে
আঠু পাৰি নমো বাৰম্বাৰ । কৃপা কৰা অধমক প্ৰভু গ্ৰহেশ্বৰ ॥ মানি এহ দুষ্ট
দেৱ জগতে জানই । যাহাক ধৰিবে সিতো তৰানি নহই ॥ গৃহে ক্লেশ দেহে পীড়া কৰিবে
সততে । অসুখ অশান্তি দিয়া থাকিবে মনতে ॥ তদোপশমৰ হেতু শুনিয়া বুজিলো ।

সেৱাৰ সুযোগ জন্যে শাস্ত্ৰক দেখিলো ॥ মূল পুৰাণক চাই পয়াৰে ভাঙ্গিলো । শনি
উপশম হেতু প্ৰকাশ কৰিলো ॥ পদে মূলেৰ্ক কৰি দেখা বন্ধুগণ । বিভিন্ন দেখিলে
তেবে কৰিবা নিন্দন ॥ দোষাদোষ হয় যদি মোহোৰ পদত । ক্ষমা কৰা সাধুবৰ্গ
মিনতি সবাত ॥ জন সমাজত ময় কৰিলো কাকুতি । শনিৰ সেৱাৰ পূজা পাঁচালী
৩। সম্প্ৰতি ॥ কাহীনি ৰচিতে ময় কৰো আৰম্ভন । এহ দেৱতাক আগে পাসিলো শৰণ ॥
শ্লোক ভাঙ্গি পদ্য ছন্দে নিবন্ধি শাস্ত্ৰক । সবাহাতে বোধগম্য কৰিলো ভাষাক ॥
গোপ বেশ কৃষ্ণক কৰিলো স্তুতি নতি । কৃষ্ণ এহ ইষ্ট দেৱ ব্ৰহ্ম প্ৰজাপতি ॥ কলিত শনিৰ
বিষ্ট যি মতে হুইব । ভাষাভাৱে প্ৰকাশিলো কীৰ্ত্তনে তাৰিব ॥ ॥ অথ কথা ॥

পূৰ্ব্বে এক বিপ্ৰ ছিল নামত শ্ৰীহৰি। বেদজ্ঞ সুজন সিতো ফুৰন্ত বিহাৰি ॥ শান্তশীল
বিত্তহীন অতি নিষ্ঠাবান। নগৰে ভ্ৰমিয়া ফুৰে বিপ্ৰ সত্যবান ॥ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা
কৰে উদৰ কাৰণে। বহু কষ্টে পৰিয়াল সৰ্ব্বদা পোষণে ॥ নিৰন্তৰে ধৰ্ম্মে মন চিন্তে
গদাধৰ ॥ পালন্ত গোবিন্দে তাঙ্ক ধৰ্ম্মৰ আধাৰ ॥ অতিথিৰ সেৱা দ্বিজে কৰে
৪/ অনুক্ষণে। খুজি-মাগি দ্ৰব্য আনি আনাহি পুজন ॥ ভাৰ্য্যা স্বামী উভয়ৰ দুঃখ সীমা
নাই। তথাপি আনন্দে সদা ধৰ্ম্মক চিন্তই ॥ অতি কষ্টে দিন যাই অপুত্ৰিৰ ব্ৰাহ্মণি।
সতি-সাধ্বী গুণৱতি থাকে ধৰ্ম্ম মানি ॥ অনন্তৰে পূণ্য বলে গৰ্ভৱতি ভৈল। দিবা নীশি
ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মে দুহাতো ৰহিল ॥ শুভক্ষণে প্ৰসৱিল বিপ্ৰৰ নন্দন ॥ দেখিয়া হৰষিত ভৈলা

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে ॥ মাগন করিয়া দ্রব্য আনিলা গোটাই। অশৌচান্ত করিবাক ভকত মাতাই ॥
একাদশ দিনে দিজে শুচি-শুদ্ধ মনে। শভা পাতি সবাহাকে সেবা-ভক্তি করে ॥
শ্রীসু শঙ্কা নাম দিলা যোগ অনুসারি। দিনে দিনে বাঢ়ে শীশু আনন্দ লাহরি ॥
অনন্তরে পঢ়াশালী নিলন্ত যতনে। বিদ্যাভ্যাস করে পুত্র সুনীতি পালনে ॥ দৈবে বলে
৩। দৈবাতলে ফলিব সময়ে। অল্প দিনে শিখিলন্ত কহিলো হো [redacted] নিয়ে ॥
পুত্রর বিদ্যা দেখি পিতা আনন্দিত মন। যজ্ঞোপবিত কদিতে করিল যতন ॥ প্রাপ্ত
কালে উপানিত করন্ত পুত্রক। দুঃখে কষ্টে বহি যায় সমস্ত দিনক ॥ ঘরে রাখি ছাত্র আনি
পালিব নন্দন। এহি আশা করি বিপ্রে চিত্তে নিরঞ্জন ॥ মহা বিদ্যারন্ত পুত্র ভৈলেক

অগোচৰে । শীঘ্ৰে গৃহে থাকিবাক নকাৰিলে মনে ॥ ব্ৰাহ্মণৰ ইচ্ছা মনে নভৈল সিমতে ।
দেশ পৰ্য্যটিবে লাগি কৰিল যি মতে ॥ বহু বিদ্যাৱান সুত বিখ্যাত দেশত । গৃহ
হন্তে বাজ ভৈলে ভ্ৰমিবে জগত ॥ গোবিন্দক চিন্তি সিতো কৰিলা গমন । পিতা মাতা
গৃহে থাকি কৰন্ত ক্ৰন্দন ॥ নানা দেশ নগৰাদি ভ্ৰমে নিৰন্তৰ । সুখ শান্তি নাহি
৬। তাৰ ফুৰন্ত অপাৰ ॥ কিমতে লভিবো আবে দেব পীতাম্বৰ । মনে গুণি দুঃখ কৰে
নেদেখে নিস্তাৰ ॥ শনিৰ দশাত স্থিতি দুৰ্গতি বহুত । গুণি-গান বুজিলন্ত আপোন
মনত ॥ অনন্তৰে গৃহ বাৰ্ত্তা তথাতে শুনিলা । পিতা মাতা মৃত্যু শুনি বিষাদ কৰিলা ॥
শোকাতুৰ হৈয়া বাই গয়াধামে শ্ৰাদ্ধ । কৰিলা সুকিৰ্ত্তী কৰ্ম্ম ভৈলন্ত প্ৰসিদ্ধ ॥

~~বাবে~~ বিবিধ নিৰ্ণয়ে বিষ্ট গ্ৰন্থ ভৈলা বৰ। চলিলেক গ্ৰন্থ হৈয়ো ভৱন ৰাজাৰ॥ চম্পক
ৰাজায়ে তাঙ্কে সন্মান কৰন্ত॥ শাস্ত্ৰ পটু বটু বিপ্ৰ ৰাজনে দেখন্ত॥ বিদ্যাৱন্ত জ্ঞানবান
ৰাজায়ে বুজিলা। পাঠশালা স্থাপিবাক নগৰে ৰাখিলা॥ ৰাজাৰ কুমাৰ দুটী বিদ্যা
শিখিবাক। বিপ্ৰ হস্তে সমাৰ্পিয়া ৰাজায়ে দিলেক॥ ৰাজ-বাড়ী লভি বিপ্ৰে পৰম
সাদৰে। শিক্ষাদান দিয়া পুত্ৰ ৰাখিছে নগৰে॥ দুঃখৰ দুৰ্গতি শেষ কৰিলন্ত হৰি।
৭। ভাবিল অন্তৰে বিপ্ৰে হৰষিত কৰি॥ ৰাজ-বাটী পৰি পাটী দেখিয়া ব্ৰাহ্মণে।
পুলকিত ভৈল মন ৰহিয়া সেখানে॥ দিনে দিনে বস্তু খাদ্য ৰাজায়ে জোগান্ত।
গ্ৰহদোষে অলক্ষিতে শনিয়ে হৰন্ত॥ কত কাল বহি গৈল সুখ নাহি পাবে।
কোনো দিনে শান্তি নাহি মনে গুনি ভাবে॥ শৰীৰত ছটফট হৃদি কম্পে সদা। মনত
অসীম চিন্তা সাগৰত যদা॥ পাঠকৰ্মে ৰতি নাই ভাবনা সঘনে। চক্ষুৰ লোতকে বিপ্ৰে

থাকন্ত ভৱনে ॥ এহি মতে অসুখতে দিন বহি যায় । ৰাজপুত্ৰ শিক্ষাৰম্ভ ব্ৰাহ্মণে-
সদায় ॥ বিধিৰ বিপাক কাৰ্য্য কিমতে আটিব । দ্বিজ গুণৈ হাসে বোলে হৰি হৰি
বোল ॥ ॥ ৩৯৫ ॥ ॥ দুলড়ি ॥ ॥ দেৱ চূড়ামনি, শানি গ্ৰহে হানি, বালকৰ ধৰি বেশে ।
বিপ্ৰ পাঠশালে, আসিল অকলে, নমিলা বিপ্ৰক শেষে ॥ মনোহৰ মূৰ্ত্তি, দেখোতে
বিভূত্তি, বালকৰ কায় দেখি । আজানু লম্বিত, সুন্দৰ গঠিত, মন উন্মাদিত আঁখি ॥
৮| [illegible] এনুয়া বালকে, নমিলা বিপ্ৰকে, পঢ়াশালি লোক ভিত । মধুৰ বচনে, বিপ্ৰয়
সিধুলে, সুবিবাক লোলা হিত ॥ কৈৰ পৰা তুমি, আসিলাহা স্বামী, লিচিলো তোমাক ময় ।
[illegible] । সাভান্দিবা মোক, কহা সত্য বাক, দিয়া মোক পৰিচয় ॥ মিনতি কৰিয়া, সন্তোষে
শুধিয়া, দ্বিজে আদ্য বৃত্ত কৰে । আহ্লাদ মনত, ভৰিল সতত, শীশু থাকে কৰযোৰে ॥
কোশধাৰী গ্ৰহে, বুলিলা নিগ্ৰহে, কপটী এত্তৰ আশয় । শুনা দ্বিজ শ্ৰেষ্ঠ, বুলিবোহো শিষ্ট,

জানিবা অসত্য নহই ॥ কৌলিন্দ্র গ্রামত, ঘর আছে তাত, তথাতে পান্ডিত নাহি।
মুর্খ হৈয়া রৈলো, তোমার শুনিলো, নাম যশ গুণ পাহি ॥ আহিলো খোদিয়া,
বিদ্যাদান দিয়া, তব সঙ্গে করো বাস। এহি মনে গুনি, আহিলো আপুনি,
নকরা মোক নৈরাশ ॥ শীশু বাক্য শুনি, বিপ্রে মনে গুনি, হর্ষিত ভৈলা অন্তর।
হেন শীশু বরে, বিদ্যা শিখে মোরে, মোহোর ভাগ্য অপার ॥ মনত ভাবিলা,
৩। বচন বুলিলা, বিদ্যা শিক্ষা দিবো ময়। বিদ্যান্তে দক্ষিণা, করিবা কামনা, তবে
পূর্ন বিদ্যা হয় ॥ বিদ্যা মহা ধন, জানিবা সুজন, অতি বর্দুল্লভ হতে। কহিলো বুঝাই,
জানিবা পুতাই, মানস করিবা চিতে ॥ বিপ্রে এহি মতে, কহন্ত শনিতে, কোধারী শনি দেরে।
মনত গুনিয়া, প্রকাশ করিয়া, মধুর বচনে কয়ে ॥ পূর্ন বিদ্যা প্রভু, দিবাহা সয়ম্ভু, মহানন্দে
দিবো মান। সংশয় নকরি, হেলা পরিহরি, বিদ্যারম্ভ করা দান ॥ শীশু কৌশানি, নতি নম্রে বানি,

বুলিলা বিপ্ৰক চাই। বিপ্ৰে হৰ্ষ হৈয়া, তথাস্তু বুলিয়া, আশ্ৰমতে ৰাখিলা পাই॥
পণ্ডি[illegible]আখ্যানে, কথা শুনি মনে, বিদ্যাৰম্ভ কৰালন্ত। এহি মতে কতো, কাল গৈল পিতো,
বিদ্যাভ্যাসে ৰতিমন্ত॥ মনিৰ সহিতে, বেদ বিধি মতে, দিলন্ত শি[illegible] মিমাংসা। ন্যায় আয়ুৰ্ব্বেদ,
ধনুৰ্ব্বেদ ভেদ, কৰন্ত বিপ্ৰে প্ৰশংসা॥ সাংখ্য পাতঞ্জল, বিদ্যা সুপ্ৰাঞ্জল, পূৰ্ব্বপ্ৰাক্ত আদি যত।
গন্ধৰ্ব্বৰ বিদ্যা, বৈশেষিক আদ্যা, শিখিল সমস্ত[illegible] মত॥ অবিৰতে পাই, পণ্ডিতৰ আই,
১০/ ধীৰন্ত মানি দেৱতা। বিপ্ৰয়ে দেখিলা, মনত গুনিলা, বুদ্ধিৰ ভাব উগ্ৰতা॥ অতি অল্প
দিনে, ভৈলন্ত প্ৰবীনে, বিস্ময় বুজিলা দ্বিজে। নুহি বেক নৰ, বুজিলোঁ হো বৰ, শাক্তি
অলৌকিক বীজে॥ এহি গুনি মনে, গোটন্ত ব্ৰাহ্মনে, [illegible] বালকক গুপ্তে মাতে। শিশু ৰূপি
তুমি, বুজু বিশ্ব স্বামী, দক্ষ দ্বিজ মহামতে॥ তোমাৰ সদৃশ, নেদেখো তাদৃশ, বহু অল্প শীশু
আছে। কিবা তব ৰূপ, কিনো মায়ালাপ, কৰিছা আমাৰ কাছে॥ পৰিচয় দিয়া, নেভান্দিবা কায়া,

নেজানো তোমাক ভয় । করিলো মিনতি, প্রকাশা সম্প্রতি, সংশয় ছেদা মোপায় ॥ দ্বিজ
বাক্য শুনি, প্রণামন্ত মানি, কৃতাঞ্জলি করে পাছে । বুলিলা বিপ্রক, কহিবো তোমাক, গুপ্ত
তত্ত্ব তব কাছে ॥ জানা মহামুনি, মোৰ নাম শুনি, লভিলো দশাৰ ভোগ । তোমাৰ
গৃহত, থাকিছো সতত, ইখানে কৰো উদ্যোগ ॥ মহা অগ্রে আমি, ইহাত বিশ্রামি,
ভৈলোহো তব দেহত । ভোগ কাল অন্তে, চলিবো একান্তে, জানিবা তব নিকট ॥ শুনি
৭৭। দ্বিজে পাছে, নামিলন্ত কাছে, তুমি গ্রহ চূড়ামণি । যাহাক ধৰিবা, বংশক নাশিবা, এতে
দেব অগ্রগণি ॥ তব বাক্য শুনি, মহা ভিতে গুণি, মনত নভৈল শান্তি । উপায় কৰিয়ো,
দোষ মৰিষিয়ো, শৰীৰে নভৈল কান্তি ॥ যদি কৰা দায়া, দক্ষিণা মাগিয়া, বিদায় দিবো তোমাক ।
শুনি বোলে দিবো, দক্ষিণা কৰিবো, আৰু বাৰ্ত্তা কোয়া মোক ॥ দ্বিজে হৰ্ষ মনে, বুলিল তেখনে,
মোৰ শনিদশা শেষ । বহু ক্লেশ ভোগি, দেশ হৈলো ত্যাগি, নিস্তাৰ কৰা বিশেষ ॥

তুমি যদি শনি, কৰা মোক মানি, তব বিষ্ণু দোষ নাশ। তোমাক পূজিতে, মনত গুণিতে,
সাক্ষ্যাতে ভৈলা প্ৰকাশ॥ এহি মোৰ আশা, পুন ভৈল ভাষা, বিদায় দিলো তোমাক।
শনি হুয়ে পাছে, বুলিলন্ত কাছে, তথাস্তু বুলিলা বাক॥ কিন্তু দশ দণ্ড, ভোগ হৈল মন্দ,
আশা পূৰ্ন হৈবে পৰে। জাহ্নুৱী পুলীনে, কৃষ্ণেৰ মালিনীনে, যোগধ্যান কৰা মোৰে॥
মই ধ্যানভঙ্গে, পাইবা বিপাদে, কহিলোহো সত্য বানী। এহি বাক্য শুনাই, অন্তৰ্দ্ধান
৭২/ হই, চলিলেক গ্ৰহ শনি॥ পাছে দ্বিজ মন, শুষ্ক ভৈল যেন, শনিৰ বাক্য শুনিয়া। মহা
দুশ্চুল, মনত মিলিল, তৰানি লেপালে হিয়া॥ তথাপি বাপুৰে, যোগ আৰম্ভিৰে,
চিন্তিবে লাগিলা মনে। কষ্ট-মষ্ট কৰি, অনুষ্ঠিলা হৰি, শনিৰ আজ্ঞা পালনে॥ দ্বিতীয়
আখ্যান, ভৈল সমাপন, দ্বিজে ধ্যান কৰিলন্ত। পাঠক ছাৰোক, কৃষ্ণ বুলিয়োক, গুনহাসে
কহিলন্ত॥ দোষ এৰিয়োক, ভজিলো তোমাক, মোধিয়া ডাকিয়ো ৰাম। জানা নিষ্ঠ কৰি,

ডাকি বোলা হৰি, বলিত ৰামে প্ৰণাম ॥ ॥ এহি ॥ ॥ শ্ৰীশ্ৰী শৰ্ণেশ্বৰ প্ৰভু দেৱতায়
সুপ্ৰীতি অৰ্থে হৰি বোল-হৰি বোল-হৰি বোল ॥ ॥ অথ পদ ॥ ॥ আৰে শুনা সাধুজন
কৰি অৱধান। বিপ্ৰৰ কিৰূপ গতি লভিল তেখন ॥ আতপাৰে কথা আৰে ঘটিল যিমতে।
অমূল্য পুৰাণ বাৰ্ত্তা অদ্ভুত শুনিতে ॥ গঙ্গা তীৰে গৈয়া বিপ্ৰ আচমন কৰি। ৰহিলা চিন্তিবে
শনি দেৱ কৃষ্ণ হৰি ॥ ধ্যান যোগ আৰম্ভিলা যতন কৰিয়া। দৈৱ দোষে ভঙ্গ হৈল শনিয়ে
১৩।
কোপিয়া ॥ ধ্যান কৰিবাক লাগি যিমতে কহিল। শুভ কালাগত ভাবি মনে হেলা ভৈল ॥
দশ দণ্ড গত হৈল ভয় নাহি আৰ। হেন চিন্তি ধ্যানভঙ্গ ভৈলন্ত দ্বিজৰ ॥ তপোবন হৈতে আৰে
যোগভঙ্গ হয়। মনে ধৈৰযৰ ভৈল শনি কোপে চাই ॥ শনিবাক্য প্ৰাপ্ত কৰি ব্ৰাহ্মণে থাকন্ত।
শনিৰ কৃষ্টি ক্ষমা-শান্তি দুৰ্লভ লভন্ত ॥ মায়া-ছায়া বিস্তাৰিয়া শান্তি দিবে অতি। কত কাল অন্তে
শনি দেখিয়া সম্প্ৰতি ॥ আনন্দে ৰহিলা বিপ্ৰে ৰাজাৰ ভৱনে। ৰাজসুত শিক্ষা দিয়া পৰম যতনে ॥

দ্বিজৰ কুমতি দেখি মনি কৃষ্ণ হুহ । শাস্তি ফল কৰিবাক মনত গুনয় ॥ মানিয়ে কপট কৰি
হৰে দুই পুত্ৰ । মায়া মুণ্ড ৰাখি শানি দেখালে চৰিত্ৰ ॥ পাঠশালা গৃহে মুণ্ড বিপ্ৰয়ে
দেখিল । কান্দিয়া বিস্মিত বিপ্ৰ পুত্ৰ কোলে লৈলি ॥ মৃতবৎ ভৈল দ্বিজ দেখিয়া অৱস্থা ।
বিধি কিবা কৰে মোক সেদেখো ব্যৱস্থা ॥ আলো সব ছাত্ৰ বৰ্গ হাহাকাৰ কৰে । কি ভৈল
কি ভৈল বুলি বিষাদ অন্তৰে ॥ চক্ষুনীৰ বহি জাই দ্বিজৰ গালত । হুলস্থুল ভৈল দেশ জনালে
১৪। ৰাজাতে ॥ স্বপন সদৃশ বাৰ্ত্তা শুনিলা ৰাজায়ে । মন দুঃখে ৰাজা ৰাণী ব্যস্ত অতিশয়ে ॥
গঙ্গাতীৰে পাত্ৰ মন্ত্ৰী তথাতে চলিল । পুত্ৰ মুণ্ড বিপ্ৰ কোলে ৰাজায়ে দেখিল ॥ মহা শোকে
কান্দি ৰাজা বুলিলা বচন । পুত্ৰ খুনি ভণ্ড যোগী তুমি নিদাৰুণ ॥ কদাচাৰ কৰি তুমি
মাৰিলা পুত্ৰক । সদাচাৰী ভক্ত বুলি দেখালা লোকক ॥ হেন বহুৰূপী দ্বিজ সেদেখো ভ্ৰমিত ।
নানা কটু মন্দ বাক্য শুনালে তথাত ॥ বিদ্যানিধি জ্ঞানী বুলি পুত্ৰক সঁপিলো । মুণ্ড ছেদি ৰাখে

কোলে সাক্ষ্যাতে দেখিলো ॥ ধৰ্ম্ম বিপৰীত কাণ্ড দ্বিজ হন্তে ভৈল। শোকাতুৰ হৈয়া ৰাজা
বিষ্ণুৰ বুলিল ॥ হিয়ামী-জিয়াশী ভৈলা ৰাজা ৰানী দুই। দ্বিজ কউষ্ঠিত দগ্ধ কাৰিত যুয়াই ॥
এহি ৰূপে মহাখেদে ভৈলেক বিহ্বল। কিবা হেনে শাস্তি দিবো সুনে প্ৰতিফল ॥ মীসুৰাৰি
পাপি হন্তা জানিবা সবাই। দ্বিজ নামে ভণ্ড বেশে দেশত বেড়াই ॥ ৰাজ বাক্য শুনি দ্বিজে
হাদি কম্পে হিয়া। দগ্ধৰ তে শাৰমা বগুৎ কান্দিয়া ॥